আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১১

(১)তারা জেরুসালেম যাবার পথে জৈতুন পাহাড়ের গায়ের বৈতফগি ও বেথানিয়া গ্রামের কাছে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর দু'জন হাওয়ারিকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা সামনের গ্রামে যাও। (২)সেখানে ঢোকার সাথে সাথে তোমরা একটি বাচ্চা-গাধা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবে। তার ওপর কখনো কোনো মানুষ বসেনি। ওটা খুলে নিয়ে এসো। (৩)যদি কেউ তোমাদের বলে, 'কেনো তোমরা এটি খুলছো?' তবে শুধু বলো, 'হুজুরের এটি দরকার আছে এবং তাড়াতাড়ি এটি ফিরিয়ে দেবেন'।"

(৪)তারা গিয়ে দেখলেন, বাচ্চা-গাধাটি দরজার কাছে রাস্তার পাশে বাঁধা আছে। (৫)তারা যখন ওটার বাঁধন খুলছিলেন, তখন যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বললো, তোমরা কী করছো? ওটাকে খুলছো কেনো?" (৬)হযরত ইসা আ. তাদের যা বলতে বলেছিলেন, তারা তাদের তাই বললেন। তাতে তারা গাধাটি নিয়ে যেতে দিলো।

(৭)তারা সেটিকে হযরত ইসা আ. এর কাছে আনলেন এবং তাদের গায়ের চাদর তার ওপর পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর বসলেন। (৮)অনেকে তাদের গায়ের চাদর রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিলো; অন্যেরা মাঠের গাছপালা থেকে পাতাসহ ডাল কেটে এনে পথের ওপর বিছিয়ে দিলো।

(৯)যারা সামনে ও পেছনে যাচ্ছিলো, তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো "হোশান্না! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে যিনি আসছেন, তাঁর প্রশংসা হোক! (১০)আমাদের পিতা হযরত দাউদ আ. এর যে-রাজ্য আসছে, তার প্রশংসা হোক! বেহেস্তেও হোশান্না!"

(১১)অতঃপর তিনি জেরুসালেমে গিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং চারদিকের সবকিছু লক্ষ্য করলেন কিন্তু বেলা পড়ে যাওয়ায় সেই বারোজনকে নিয়ে বেথানিয়াতে চলে গেলেন।

(১২)পরদিন তারা যখন বেথানিয়া ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর খিদে পেলো। (১৩)তিনি দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি ডুমুরগাছ দেখতে পেলেন এবং তাতে কোনোকিছু পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য কাছে গেলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডুমুরের মৌসুম ছিলো না। (১৪)তিনি গাছটিকে বললেন, "আর কখনো কেউ যেনো তোমার ফল না খায়।" হাওয়ারিরা একথা শুনতে পেলেন।

(১৫)অতঃপর তারা জেরুসালেমে পৌঁছলে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা কেনাবেচা করছিলো, তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদল করে দেবার লোকদের টেবিল ও যারা কবুতর বিক্রি করছিলো, তাদের টেবিল উল্টে ফেললেন। (১৬)বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতর দিয়ে তিনি কাউকে কিছুই নিয়ে যেতে দিলেন না।

(১৭)শিক্ষা দেবার সময় তিনি বললেন, "একথা কি লেখা নেই যে, 'আমার ঘরকে দুনিয়ার সব জাতির এবাদতখানা বলা হবে'? কিন্তু তোমরা এটিকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছো!"

(১৮)প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা একথা শুনে তাঁকে মেরে ফেলার উপায় খুঁজতে লাগলেন; কেননা তারা তাঁকে ভয় করতেন, কারণ লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। (১৯)সন্ধ্যার পর হযরত ইসা আ. এবং তাঁর হাওয়ারিরা শহরের বাইরে চলে গেলেন।

(২০)সকালে সে-পথ দিয়ে যাবার সময় তারা দেখলেন, ডুমুর গাছটি শিকড়সহ শুকিয়ে গেছে। (২১)তখন ওই কথা স্মরণ করে হযরত সাফওয়ান পিতর রা তাঁকে বললেন, "হুজুর, দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তা শুকিয়ে গেছে!" (২২)উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আল্লাহর ওপর ইমান রাখো। (২৩)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ অন্তরে কোনো সন্দেহ না রেখে এই পাহাড়টিকে বলে, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়ো' আর বিশ্বাস করে যে, সে যা বললো তাই হবে, তাহলে তার জন্য তা-ই করা হবে।

(২৪)সেজন্য আমি তোমাদের বলছি, মোনাজাতে তোমরা যা-কিছু চাও, বিশ্বাস করো যে, তোমরা তা পেয়েছো, তাহলে তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। (২৫,২৬)তোমরা যখন ইবাদত করো, তখন কারো বিরুদ্ধে যদি তোমাদের কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করো, যেনো তোমাদের প্রতিপালক যিনি বেহেস্তে থাকেন তোমাদের গুনাহ মাফ করেন।"

(২৭)অতঃপর তারা জেরুসালেমে পৌঁছলেন। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় প্রধান ইমামেরা, আলিমরা ও বুজুর্গরা তাঁর কাছে এসে (২৮)জিজ্ঞেস করলেন, "কোন অধিকারে তুমি এসব করছো? কে তোমাকে এ-অধিকার দিয়েছে?"

(২৯)উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করবো। আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমিও তোমাদের বলবো, আমি কোন অধিকারে এসব করছি। (৩০)বলোতো, হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দেবার অধিকার পেয়েছিলেন আল্লাহ নাকি মানুষের কাছ থেকে?" (৩১)তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করলেন, "যদি আমরা বলি, 'আল্লাহর কাছ থেকে,' তাহলে সে বলবে, 'তবে আপনারা তার ওপর ইমান আনেননি কেনো?' (৩২)আবার যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তাহলে?" তারা লোকদের ভয় করতেন, কারণ সকলে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে একজন সত্যিকারের নবি বলেই মানতো। (৩৩)সুতরাং তারা হযরত ইসা আ.কে উত্তর দিলেন, "আমরা জানি না।" তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তাহলে আমিও আপনাদের বলবো না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি।"